নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় নারীর নাগরিকতা অর্জন

তানিয়া দাস
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
বাসন্তী দেবী কলেজ
Email: taniadas968@gmail.com

সারাংশ :

'নাগরিকতা' শব্দটি আমাদের সকলের কাছেই খুবই পরিচিত শব্দ। বিশেষত এই শব্দের প্রয়োগ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বেশি হয়ে থাকে। তবে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধানে 'নাগরিকতা' শব্দের যথাযথ অর্থ ব্যাখ্যাত আছে। তবে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রটি জনসাধারণের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে যেন এই শব্দের সমান অর্থ বোঝায় না। কারণ নাগরিকতার সঙ্গে বহু অধিকার ও কর্তব্য জড়িয়ে আছে। ভারতীয় নাগরিকগণ অধিকার ভোগ করার পরিবর্তে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও তা মূলত 'কাগুজে' হয়েই থেকে গেছে, বাস্তবে নারীরা অধিকার ভোগ করার বিষয়ে কতটা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, তা বলার নয়। জন্মগতভাবেই নারীকে সমাজ দুর্বল, পরনির্ভরশীল, যুক্তিহীন, আবেগপ্রবণ বলে মনে করে। এর একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে। যারা সব অধিকার সমানভাবে ভোগ করতে পরে না তারা সমস্ত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে এমন আশা করাও ঠিক নয়। কিন্তু কর্তব্য বিষয়ে নারী কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। সমাজ মনে করে কর্তব্য করার জন্যই যেন নারীর জন্ম। তাই এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে নারী জাতিকে একত্রিত হতে হবে। ইতিহাসে এমন অনেক নারী আন্দোলনের কথা আমরা জানি যেখানে নারীরা সফল হয়েছে। তাই আশা রাখছি একদিন নারী একজন নাগরিক হিসাবে তার সমস্ত অধিকারের দাবী জানাতে সক্ষম হবে।

সূচক শব্দ :

নাগরিক, অধিকার, কর্তব্য, স্বাধীন, নারী আন্দোলন।

নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় নারীর নাগরিকতা অর্জন

'নাগরিকতা' শব্দটি আমাদের সকলের কাছেই খুবই পরিচিত শব্দ। বিশেষত রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শব্দের প্রয়োগ বেশি লক্ষণীয়। আর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট হল ক্ষমতার শীর্ষবিন্দু। সামাজিক ক্ষমতায়ন রাজনৈতিক স্পর্শ ব্যতীত বৈধতা পায় না। নাগরিকতার সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি যেমন জড়িত তেমনি আবার ক্ষমতার ধারণাটির সঙ্গে অধিকার ও কর্তব্য— এই দুটি ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখন নাগরিকতা বলতে কি বোঝানো হয় সেদিকে আলোকপাত করা যাক। নাগরিকতা শব্দটির উদ্ভব গ্রীক সভ্যতার সমসাময়িক বলা যেতে পারে। তবে গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা নগর-রাষ্ট্রের কথা জেনে থাকি যা আজকের

রাষ্ট্রের ধারণা থেকে বেশ পৃথক। কারণ নগর-রাষ্ট্রগুলি এখনকার রাষ্ট্রের আকারের তুলনায় যেমন ছোট ছিল, তেমনি জনসংখ্যাও কম ছিল। তবে নগর-রাষ্ট্রের সমগ্র জনসাধারণকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা হত : নাগরিক, বিদেশী ও দাস সম্প্রদায়। নাগরিকরা নগর রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো ও রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারতো। দ্বিতীয়ত যারা বিদেশী বলে পরিচিত ছিল তারা কোনরূপ রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা পেত না। তবে নাগরিকদের সন্তানরাই নাগরিক বলে পরিচিত হত। জন্মসূত্রেই তারা এই নাগরিকতা লাভ করতো।

এবারে মূল আলোচনায় আসা যাক। সমাজ নারীদের জন্মগতভাবেই দুর্বল, যুক্তিহীন, আবেগপ্রবণ, পরনির্ভরশীল বলে মনে করে। এর একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দার্শনিক নারীকে যুক্তিহীন এবং আবেগপ্রবণ হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ডেকার্ত, রুশো, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকগণ নারীকে যুক্তিহীন ও নিম্নতর হিসাবে গণ্য করেছেন। অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে নারীর মধ্যে 'যুক্তিশীল' বা 'নৈতিক সত্তা' কখনই খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর Politics গ্রন্থে বলেছেন, "Rational soul is not present at all in a slave, in a female it is imperative, [and] in a child undeveloped".[১] আমরা সেন্ট অগাস্টাইনের রচনার মধ্যেও একই সূত্র খুঁজে পাই। তিনি বলতে চান যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে রয়েছে শুধুমাত্র পুরুষ। আর তাই পুরুষের নিরিখে নারী অধস্তন।[২] আধুনিক যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনায় এই নারী বিদ্বেষ বজায় ছিল। ১৭৯২ সালে মেরি উলস্টোনক্রাফট-এর A Vindication of the Rights of Women গ্রন্থটিকে প্রথম নারীবাদী গ্রন্থ বলা যায় যা রাজনৈতিক প্রেক্ষিতকে স্পর্শ করেছিল।[৩]

নারীকে যুক্তিহীন মনে করার জন্য Thomas Aquinas দাবী করেছিলেন যে নারী কখনই চার্চের যাজক হতে পারে না।[৪] কেবল খ্রিস্টান ধর্ম নয়, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মেও নারীকে মন্দিরে পুরোহিত এবং মসজিদে ইমাম হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আধুনিককালের দার্শনিক রুশো বলেন নারী এবং পুরুষ কোন দিক থেকেই সমান নয়। তিনি নারীদের ভদ্র, সভ্য, নম্র, গৃহকর্মে নিপুণা এবং সন্তানবৎসল চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি Emile-এর পঞ্চম গ্রন্থে লিখেছেন, "She selves as a liaison between them and their fathers; she alone can make him love them and give him the confidence to call them his own. What tenderness and case is required to maintain a whole family as a unit! (Sic.) And finally, all thus must not come from virtues but from feelings without which the human species would soon be extinct".[৫] অষ্টাদশ শতকে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দার্শনিক কান্ট মনে করেন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার মত যৌক্তিক সামর্থ্য নারীর নেই, তাই নারীকে moral agent বলে তিনি মনে করতেন না। নারী ও পুরষের যৌক্তিক সামর্থ্য যে একপ্রকার নয়, তা নিয়ে কান্ট তাঁর Observations on the Feelings of Beautiful and Sublime গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।[৬]

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ভারতে নাগরিকতার প্রশ্নটি ছিল অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নাগরিকতা সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। ৫ থেকে ১১ নম্বর ধারায় নাগরিকতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সকল ভারতীয় নাগরিকগণ প্রয়োজনীয় অধিকারগুলি উপভোগ করে। সংবিধানের

তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সংবিধান রচনাকালে নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি কি কর্তব্য সেই সম্পর্কে কিছু আলোচিত হয় নি। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৫১ক ধারায় ভারতীয় সকল নাগরিকদের জন্য দশটি মৌলিক কর্তব্যের কথা এবং ২০০২ সালে ৮৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে আরো একটি অর্থাৎ মোট ১১টি মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়টি মনে হয় যেন 'কাগুজে' হয়েই থেকে গেছে। ভারতীয় মহিলা নাগরিকগণ পুরুষ নাগরিকদের তুলনায় কীভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়— সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকেই শিশুকন্যার বঞ্চনা শুরু হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিশু পুত্রের তুলনায় শিশু কন্যার সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। এখনও এমন অনেক পরিবার দেখা যায় যারা কন্যাসন্তানকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। আমাদের ভারতবর্ষ হল আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা একটি দেশ। এখানে দরিদ্র, অশিক্ষিত পরিবারের সংখ্যা বেশি। ফলে ওই সকল পরিবারে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানের চাহিদা বেশি থাকে। কন্যা সন্তানদের ছোট থেকেই ত্যাগ করতে শেখানো হয়। বাড়িতে কোন পুরুষ সদস্য থাকলে তাকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানপূর্বক নিজেকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করার মত মানসিকতা কন্যা সন্তানদেরকে শেখানো হয়ে থাকে। কন্যা সন্তানরা সবথেকে বেশি শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে থাকে। আর যারা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হতে পেরেছে বা উপার্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভরশীল হতে পেরেছে, তারাও পারিবারিক চিরাচরিত ভূমিকাগুলি থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। একদিকে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন এবং অন্যদিকে আত্মস্বরূপের সন্ধান করা— এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে জরাজীর্ণ নারী।

শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে যেতে না যেতেই কন্যাসন্তানকে পাত্রস্থ করার একটা মানসিকতা চলতে থাকে। সেখানেও বাড়ির পুরুষ সদস্যদের পছন্দের পাত্রকে বিবাহের জন্য যোগ্য বলে মনে করা হয়। বিবাহের আইনের দিকে যদি আমরা আলোকপাত করি তাহলে দেখব যে, মেয়েদের ১৮ আর ছেলেদের জন্য বিবাহের বয়স ২১ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলার পথকে দ্রুত আবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে পণপ্রথার কথা সকলেরই জানা। আগেকার দিনে তো মেয়েদেরকে বিবাহের সময় প্রায় কেনা-বেচা চলত। যদিও বা আইনের হস্তক্ষেপে তা অনেকটাই আজ কমেছে। কিন্তু এখনো এমন অনেক পরিবার দেখা যায় যারা পুত্রবধূকে আনবার আগে দামটা ঠিক করে নেয়। এই পণপ্রথার জঘন্য পরিচয় আমরা আগেও পেয়েছি আর আজও কিছু কম নয়। এখনও পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে পুত্রবধূদের উপর নির্যাতনের কথা শুনতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ১৫ই মে ২০২৩-এর খবর 'শ্বশুরবাড়িতে মৃত্যু যুবতীর, আটক চার'-এর কথা উল্লেখ্য। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটির ২নং ব্লকের গোকুলপুর গ্রামে। ঐ গ্রামের যুবকের সাথে বিয়ে হয় শামিমার। অভিযোগ হল, বিয়ের কয়েকদিন পরেই পণের জন্য অত্যাচার শুরু করে স্বামী ও শাশুড়ি। পণের টাকা দেওয়া হলেও অত্যাচার চলে শামিমার উপর। পরিণতি স্বরূপ শামিমার মৃত্যু হয়।[৭]

কিন্তু কর্তব্য? এখানে নারী কোনও প্রশ্ন করতে পারবে না। কর্তব্য করার জন্যই তো নারীর জন্ম। সে সবার জন্য শুধু কর্তব্যই করে যাবে, কিন্তু যেদিন সে তার নিজের জন্য কর্তব্য পালন করতে যাবে, সেদিন সে নিন্দার শিকার হবে। কারণ আমাদের সমাজে নারীকে কেবল কর্তব্য পালক হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু নারীদের জন্য সমাজের কোন গুরুতর দায়িত্ব থাকতে পারে কিনা সেই বিষয়ে কারোর কোন মাথা ব্যথা নেই। ভারতবর্ষের সংবিধানের অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু সমাজ নারীকে অধিকার দেবে না, তার থেকে কর্তব্য দাবী করবে— এমন তো হতে পারে না। তাই নারীদেরই নিজেদের জন্য একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত নারীদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের গতি বিভিন্ন সময়ে প্রতিহত হলেও তা অব্যাহত আছে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে নারীর ক্ষমতায়নের কথা উল্লেখযোগ্য। নারীরা বেশ সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে এবং করছেও। সাধারণত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বলতে আমরা ভোটদান, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, নীতি নির্ধারণে শরিক হওয়া বা মন্ত্রিত্ব লাভ করাকে বুঝি। তাহলে দেখা যাবে যে, প্রথম দুটি ক্ষেত্র ব্যতীত শেষ দুটি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বেশ কম। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে নারীর উপস্থিতির হার কম হলেও informal politics-এর ক্ষেত্রে নারীরা বেশ সক্রিয়। তবে নাগরিকতা লাভে শুধু নয়, তাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদানেও নারীরা আর পিছিয়ে নেই। আজ তারা সমান অধিকারের দাবী জানাতে শিখেছে। তারা সমানভাবে ঘরে ও বাইরে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে।

আমাদের দেশের রাজনীতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে যে, এই রাজনীতি জনসাধারণের রাজনীতির তুলনায় যেন পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। মহিলা রাজনীতি বলতে কেবলমাত্র, ভোটের কাজে অংশগ্রহণ, সামান্য ছোটখাটো কোন পদে আসীন থাকাকে বোঝায়। তবে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কাগজে কলমে নারীদের সমান অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ থাকলেও বাস্তবে কবে তা রূপায়িত হবে তাই শুধু দেখার। এ তো গেল সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথা। আর যদি আমরা নিছক রাজনীতির কথা ভাবি, তাহলে সেখানে নারী আজ বেশ সক্রিয়। গ্রামে গ্রামে মদ্য পানশালাগুলিকে নারীরা আজ নিজের হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, এমন খবরও কিছু কম নয়। উদাহরণ স্বরূপ বাংলা নিউজ ১৮-এ প্রকাশিত ১৬ই অগাস্ট, ২০২৩-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার কাঁথগঞ্জ গ্রামের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েক বছর ধরে ঐ গ্রামে চলছিল অবৈধ ও বেআইনি মদের ব্যবসা। সেই মদের পিপে তুলে এনে রাস্তায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন মহিলারা।[৮] অন্যদিকে নারীরা আজ স্বনির্ভর দল গঠন করে নিজেরা সাবলীল হচ্ছে এবং নিজেদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন আমাদেরকে নারীশক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। নারীর এই সহযোগিতামূলক কাজ করার অভ্যাস তাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাই সকল নারীকে আহ্বান জানানো উচিত একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য।

পরিশেষে এ কথাই বলতে চাই, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের কথা

বলা থাকলেও আজও নারীরা সমানভাবে সব অধিকার ভোগ করতে পারে না। নানান ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত। আসলে রাজনীতির সংঘর্ষ যতদিন চলবে লিঙ্গগত বৈষম্যের প্রশ্নটি থেকেই যাবে। যে সকল মহিলারা রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছেন তাঁরা রাজনীতিক হিংসা ও সংঘাতকে প্রশমিত করতে পারেন নি। তাঁরা এই পুরুষতান্ত্রিকতার গণ্ডির মধ্যে থেকেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। একমাত্র তাঁরা নিজেরাই পারবেন নিজেদের পূর্ণ নাগরিকতার অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। আমরা এই কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে পুরুষের মতো নারীরা সমান অধিকারী এবং তারা এই ব্যাপারে দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই সক্ষম। এই বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, ''বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর / অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'' অথবা ''জগতে যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান / মাতা, ভগ্নী বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান'' অথবা ''কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী, / প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী নারী''।[৯] তাই আমি আমার এই নিবন্ধের মাধ্যমে সকল নারীকে এগিয়ে আসার অনুরোধ ও আশা রাখছি।

তথ্যসূত্র ঃ

১. Jowett, Benjamin (translator), 'Aristotle's Politics', Atlantic Publisher, 2017

২. Stark, Judith Chelius (editor), 'Feminist Interpretations of Augustine', The Pennsylvania State University Press

৩. Wollstonecraft, Mary, 'A Vindication of the Rights of Women", Dover Publications, Nov, 1996

৪. Popik, M. Kristin, 'The Philosophy of Women of St. Thomas Aquinas', Christendom College Press, Winter 1978

৫. Majumdar, Rinita, 'Feminist Theories – From the Personal to the Political', Towards Freedom, Kolkata, 2015

৬. Goldthwait, John T., 'Immanuel Kant – Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime', University of California Press, London

৭. From Google: Https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/4-have-been-arrested-after-a-woman-died/cid/1432300

৮. From Google: https://bengali.news18.com/amp/news/purba-medinipur/women-of-purba-medinipur-broke-many-of-illegal-wine-bottles-118-html#amp_tf=From%20%251%24s&oah=16934761818868&referrer=.1235460https%3A%2F%2Fwww.google.com

৯. From Google: https://image.app.goo.gl/3NNQVK93zpioct799

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. আলম, চান্দ্রেয়ী, 'নারী ও আইন', প্রসঙ্গঃ মানবীবিদ্যা, সম্পাদনা : রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী, ঊর্বী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ ২০০৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১।

২. চক্রবর্তী, বাসবী, ''নারী পৃথিবী ঃ বহুস্বর'', ঊর্বী প্রকাশনী, ২০১১।
৩. চন্দ, পুলক (সম্পাদনা), ''নারীবিশ্ব'', গাঙচিল, ২০০৮।
৪. বসু রাজনারায়ণ, ''সেকাল আর একাল'', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৭।
৫. বসু, রাজশ্রী, ''নারীবাদ'' পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১২।
৬. বসু, রাজশ্রী, ''নারীবাদ'' পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১২।
৭. দাশ, দীপক কুমার, 'রাজনীতির তত্ত্বকথা' (প্রথম পর্ব), একুশে প্রকাশন, কলকাতা, ২০২৩।
৮. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭।
৯. সরকার, কল্যাণ কুমার, 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (প্রথম পত্র), শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।
১০. মণ্ডল, মলয়, 'নারীবাদী তত্ত্ব—একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১।
১১. Bhuyan, Dr. Dasarati, "Empowerment of Indian Women: A Challenge of 21st Century", Orissa Review, 2006
১২. Hate Chandrakala, A., "Changing Status of Women in Modern India", Vikas Publication, Delhi, 1969
১৩. Kapur, Promila, "The Changing Status of The Working Women in India", Vikas Publication, 1974
১৪. Listor, R., "Citizenship: Feminist Perspectives", Macmillan, London, 1997, P.146